FEB. 19 2002 ~~FEB. 19 2002~~

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7...

সম্পাদকীয়

বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি হল থেকে রাজধানীর ২২টি থানা এলাকায় আধা-সামরিক বাহিনী বিডিআর ও পুলিশ মিলে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২শ' ৯১ জনকে গ্রেফতার করে। বিডিআর-পুলিশ ২শ' ১৫টি দলে বিভক্ত হয়ে এ অভিযান চালানোর সময় যাদেরকে গ্রেফতার করে তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন দল বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশ জানিয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছাত্রদলের নেতা-কর্মী রয়েছে ৮৫ জন। এর মধ্যে ৮ জন ছাত্রদলের কালো তালিকাভুক্ত। মোট গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৪৮ জন রয়েছে চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। গোটা অভিযানে ১টি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি, ১টি এয়ারগান, ৩ হাজার ৮শ' ৫৮টি হাতঘড়ি ও ৫শ' ২০টি ঘড়ির চেইন উদ্ধার করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগে একটি তালিকা প্রণয়ন করে সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে এ অভিযান চালানো হয়। গভীর রাতে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে আকস্মিক এ অভিযান চালানো হয়। এমনকি রাজধানীর ২২টি থানা কর্তৃপক্ষকে পর্যন্ত জানানো হয়নি। পুলিশের তালিকার পাশাপাশি বিডিআরকে বিশেষ একটি তালিকা সরাসরি দেয়া হয়।

এ অভিযান চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোতায়েন পুলিশকে গেস্টরুমে আটকে রাখা হয়। সর্বাত্মক গোপনীয়তা এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রেখে থানা পুলিশের অগোচরে অর্ধরাত ধরে যে বিশেষ অভিযান চালানো হলো, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ভাষায় 'সন্ত্রাস দমন আর সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে' গ্রেফতার করা হলো ২শ' ৯১ জনকে, তার ফলাফল কি? চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই ২শ' ৯১ জনের মধ্যে ২শ' ৪ জনকে ছেড়ে দিতে হয়েছে এবং মধ্যরাতের বিডিআর অভিযানের দায়িত্ব এখন সরকারের কেউ নিতে চাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে এই ধরনের অভিযানে নীতিনির্ধারকরাই নাখোশ। সরকারি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা অভিযোগ করেছে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

যদি ধরে নেয়া যায় যে, সরকারের উদ্দেশ্য এবং উদ্যোগ আন্তরিক তাহলেও প্রশ্ন থাকে এই প্রশংসনীয় উদ্যোগটি কি সফল হলো? পাইকারি 'শুদ্ধি অভিযান' চালিয়েও সরকার পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, কাজেই বোধহয় পুলিশ বাহিনীকে অন্ধকারে রেখে বিডিআর নামানো হয়। কিন্তু ফলাফল তো 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'। একটি পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'গ্রেফতার অভিযানের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ গোপন ছিল। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে পর্যন্ত অভিযান সম্পর্কে আগাম কিছুই জানানো হয়নি।' কিন্তু তারপরও 'ব্ল্যাক লিস্টেড' কোন ছাত্রদল নেতাকে বিডিআর গ্রেফতার করতে পারেনি। যারা ধরা পড়েছে তাদের ২৫ জন ছাত্রদলের জুনিয়র ক্যাডার, ৩৫ জন সাধারণ ছাত্র, ২জন সাংবাদিক এবং ৬ জন বিভিন্ন হলের কর্মচারী। গত কয়েকদিন ধরে 'ছাত্রদল নেতাদের গ্রেফতার করা হতে পারে বলে ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ায় অধিকাংশ নেতাই গা-ঢাকা দেয়।' তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অতি গোপনে বিশেষ অভিযান' চালিয়ে লাভ কি হলো যদি 'ব্ল্যাক লিস্টেড'দেরই ধরা না গেল? ক্যাম্পাসে যখন বন্দুকযুদ্ধ হয় ক্যাডারদের মধ্যে তখন কি শুধু ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়? নিশ্চয়ই না। বাকি সব অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা গেল কোথায়? ক্যাম্পাসে কারা আগেই গুজব ছড়িয়ে 'ব্ল্যাক লিস্টেড'দের সাবধান করে দিয়েছে? সরকার যদি সন্ত্রাস দমন এবং সন্ত্রাসীদের ধরার অভিযানে সাফল্য চায় তবে এ প্রশ্নের জবাব তাদের জানতে হবে। দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে।

ক্যাম্পাসের বাইরে কি টপ টেরর আর 'গডফাদার' সন্ত্রাসীদের আকাল পড়েছে যে একজনও ধরা পড়লো না এই 'অতি গোপন' অভিযানেও। আকাল পড়লে এত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে কিভাবে?

সন্ত্রাসীদের ধরতে হবে, সন্ত্রাস দমন করতে হবে। সরকারের এ উদ্যোগের সঙ্গে আমরাও আছি; কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম হয়েছে সরকারের তৎপরতা নিয়ে। উদ্যোগের ন্যূনতম সাফল্য নিয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উল্লেখ করতে হয় অভিযানকালে পুলিশ ও বিডিআরের আচরণ নিয়ে। গুলি করে বহুতল ভবনের কলাপসিবল গেটের তালা ভেঙে ঢুকতে হবে কেন, এটা আমাদের প্রশ্ন। গোপীবাগের একটি বাড়িতে সেভাবেই বিডিআর ঢুকেছে। শুধু তাই নয়, অহেতুক পিটিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে। পুরনো ঢাকার এক বাড়িতে ঢুকে বিরোধীদলের এক কর্মীকে না পেয়ে তার বৃদ্ধা মাকে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, ছেলের চোখ তুলে ফেলা হতো তাকে পেলে। আরেক বাড়িতে ঢুকেছে লোহার শাবল দিয়ে বাড়ির গেট ভেঙে। এক ওয়ার্ড নেতার বাড়িতে তাকে না পেয়ে তার ঘরের টিভি, ফ্রিজ, ডেকসেটসহ অন্য মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া হুমকি-ধামকি, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে এমন অভিযোগ প্রায় প্রতিটি মহল্লা থেকেই পাওয়া গেছে।

হলের দারোয়ান, ছাত্র ও অন্যদের গ্রেফতারের পর চোখ বেঁধে পাকিস্তানি স্টাইলে নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। এমন ফ্যাসিবাদী আচরণের ব্যাখ্যা আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে চাইবো। তাদের উদ্দেশ্যটা কি সন্ত্রাসী ধরা, না ত্রাস সৃষ্টি করা? কোন্‌টা? জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করেই কি সরকার সন্ত্রাস দমনের বিকল্প পন্থা বেছে নিয়েছে?

এসব আলামত দেখে-শুনে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয়, সন্ত্রাস দমনের নাম নিয়ে একটি 'স্মোক স্ক্রিন' তৈরি করে সরকার আসলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই দমন করতে চাচ্ছে কিনা। অথবা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকারের কোন একটি মহলের চাকরি রক্ষার জন্য চরম হঠকারী পদক্ষেপ এই অর্থহীন অভিযান?